আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন

পিএইচ.ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া

গবেষক

আঞ্জুমান লিপি

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE0400118

বর্ষ: ২০১৮

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র। একটি গণতান্ত্রিক দেশের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য নির্ভর করে, আপামর জনসাধারণের উন্নতির উপর। অথচ স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুর কাছে, একটি সাম্প্রদায়িক জাতি রূপে উপেক্ষা, অবহেলা ও বঞ্চনা পেয়ে এসেছে। তাই এই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অশিক্ষিত, অন্ধকারাছন্ন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় আজও প্রান্তিক, অপর, পশ্চাদপদ। প্রতি পদে পদে সে বঞ্চনার শিকার হতে হতে, মূল জনস্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। পাশাপাশি উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে আসা নানান অভিঘাত ও বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা অনেকসময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের এই নিরাপত্তাহীনতা, বঞ্চনা, অশিক্ষা ও পশ্চাদপদতার মর্মান্তিক রূপটি প্রথম সামনে আসে ২০০৬ সালে প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্টে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের এই সামগ্রিক সংকট অবশ্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অনেক সাহিত্যিককেই বিচলিত করেছে। দেবেশ রায় থেকে শুরু করে অনেকেই, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য ও পুরোহিততন্ত্রের বারবার সমালোচনা করেছেন। তেমনি আবার আবুল বাশার, আফসার আমেদ প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকগণ, সংখ্যাগুরু সমাজের সমস্ত অবহেলা ও উপেক্ষাকে সরিয়ে রেখে, বাঙালি মুসলিমের প্রকৃত অবস্থানকে নিজেদের লেখায় স্পষ্ট করে তুলছেন। এই সমাজের একজন শিক্ষিত নাগরিকরূপে আফসার আমেদ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সহানুভূতির জায়গা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের কথাই বিশেষ করে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। ১৯৮০ থেকে শুরু করে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালকে তিনি ছুঁয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানভেদেও এই পরিবর্তন স্পষ্ট। সমাজ ও সময়সচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে এই পরিবর্তনের স্বাক্ষরও সুস্পষ্ট। মূলত এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার গবেষণার বিষয় হল 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন'। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

ভূমিকা,

১) প্রথম অধ্যায়—কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদঃ জীবন ও সাহিত্য,

২) দ্বিতীয় অধ্যায়—আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৮০- ১৯৯০,

৩) তৃতীয় অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৯১-২০০০,

৪) চতুর্থ অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ২০০১-২০১০,

৫) পঞ্চম অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ২০১১-২০১৮,

৬) ষষ্ঠ অধ্যায়—আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন,

উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়—কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদঃ জীবন ও সাহিত্য (১৯৫৯-২০১৮)

এই পর্বে আফসার আমেদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিজীবন, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি-রহস্যের মূল উৎস অনুসন্ধানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে নানাসূত্রে। আফসার আমেদের সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করে, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এই সৃষ্টিসম্ভার লেখককে যে সমস্ত সম্মাননা ও পুরষ্কারে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে, তার একটি বিস্তারিত আলোচনাও এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৮০- ১৯৯০

আফসার আমেদের উপন্যাস ও ছোটগল্পকে সময়কাল অনুসারে, কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লেখকের ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত কালপর্বের কথাসাহিত্যে, মুসলিম নারীজীবনের নানান সমস্যা ও সংকটের কথা উঠে এসেছে, যেখানে তালাক, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহের মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীর জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত। সেই সময়ের পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ, আজকের তুলনায়

অনেক বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ায় পথ ছিল একেবারেই সংকীর্ণ। মুসলিম সমাজ তখন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও তালাকের মত সামাজিক ব্যাধির শিকার ছিল। আর এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের চালিকাশক্তি ছিল রক্ষণশীল মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সাচার কমিটির রিপোর্টেও এই সমাজসত্য প্রকাশিত। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই সমাজের বাস্তবতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীর অবস্থানগত পার্থক্য নির্দেশ করে দেখিয়েছেন, মুসলিম নারী উভয় সমাজেই বঞ্চিত ও শোষিত।

দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ প্রসঙ্গঃ

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে আছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিচিত্র জীবন তথা মানুষের চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা, জীবনসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রামের কথা। আছে প্রতিকূল পরিবেশ, দারিদ্র্য ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সঙ্গে, তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার কথা। মূলত এই সমস্ত মানুষ লেখকের আবাল্যপরিচিত এবং তাঁর নিজস্ব মুসলিম সমাজ-জীবন থেকে গৃহীত। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত, দরিদ্র, সংস্কারাছন্ন গ্রামীণ মুসলিম জনজীবন, তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘স্বপ্নসম্ভাষ’ ও ‘সানু আলির নিজের জমি’। ‘আত্মপরিচয়’ উপন্যাসেও আমরা দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম সমাজের একটি অতিবাস্তব কাহিনিবৃত্ত পাই, যেখানে নারীজীবনের সমস্যা ও সংকটের অভিনব দিকগুলো উঠে আসে। হাজিবাড়ির মজুর বিপত্নীক গফুরের দুই বছরের সন্তান নিশারের দায়িত্ব নেয় তার চাচাতো ভাই নিজাম ও মনবোধ ভাবি। কিন্তু তাদের জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে একটি দুর্ঘটনায়। আফসার আমেদ অত্যন্ত দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে উক্ত উপন্যাসগুলিতে বিভিন্ন বয়সের নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও সংকটকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন।

তালাক প্রসঙ্গঃ

‘মুসলমান সমাজঃ নানাদিক’ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ‘তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ’ নামক প্রবন্ধে আফসার আমেদ দুই ধরণের তালাকের কথা বলেছেন। একটি হল রোষের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান এবং অন্যটি

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে লেখক এই দুই ধরণের তালাকের বাস্তবায়নে নারীর জীবনযন্ত্রণা ও নিরাপত্তাহীনতাকে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। যেকোনো তালাকেই নারীর জীবনে এক চরম সংকট নেমে আসে। তবে রোষের বশবর্তী হয়ে তালাক প্রদানে স্বামীর জীবনও একই সংকটের সম্মুখীন হয়। ধর্ম ও সমাজের বাধায় তারা আর পূর্ব দাম্পত্যে সহজে ফিরে যেতে পারে না। দারিদ্র-পীড়িত, অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজে সাধারণত এই ধরণের তালাক দেওয়ার ঘটনাই বহুল পরিমাণে ঘটে থাকে। 'ঘরগেরস্তি'(১৯৮২) উপন্যাসের কাহিনি অংশে যে অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম জনজীবনের কথা আছে, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তাদের তেমন কোন যোগাযোগ নেই। এই সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন হাঁসু মোল্লা, দানু সেখ, রজব আলি, হাজিসাহেব প্রমুখ আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং মোল্লা-মৌলবিগণ। তারা অনেক সময় দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারনের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের আশ্রয়ে সমাজে প্রচলিত তালাক ও বহুবিবাহের নামে নারীর জীবন, স্বপ্ন এবং অস্তিত্বকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলায় তাদের অবদান যে কম নয়, আফসার আমেদ এই উপন্যাসে তা রূপায়িত করেছেন।

'বসবাস'(১৯৮৮) উপন্যাসের মধ্যেও স্বল্পপরিসরে তালাকের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে দেখা যায় যে, বুড়ো আনামতের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে, বৃদ্ধবয়সে সর্বস্ব হারিয়ে পাড়ার মিদ্দেদের বাড়িতে কাজ করে খেতে হয়। যে সংসার ও সন্তানকে সে তিলে তিলে গড়ে তোলে, সেখানে তার আর কোন অধিকার থাকে না। এই অনিশ্চিত জীবনের জন্য দায়ী স্বামী ও সমাজের কাছে প্রশ্ন করার ভাষাও তার তৈরি হয় নি। তবে বন্যা কবলিত কুলিয়ার বাঁধের উপর, ছেলে লিয়াকত মানবতার জায়গা থেকে, অসহায়ভাবে বসে থাকা আশ্রয়হীনা মাকে নিজের মাচায় আশ্রয় দিয়ে সন্তানের কর্তব্য পালন করে। সেক্ষেত্রে এই বৃদ্ধার ভবিষ্যৎজীবন একটা নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে, মুসলিম নারীজীবনের এই মর্মান্তিক সংকটের বাস্তবসম্মত দিকগুলো বারবার উঠে এসেছে।

বধূহত্যা, তালাক ও বহুবিবাহঃ উচ্চবিত্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার প্রসঙ্গঃ

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ বিচিত্র প্রতিভাধর লেখক। তাঁর রচনায় স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে বৈচিত্র্যময় জীবনের নানান স্তরের কথা। তাঁর বিভিন্ন কথাসাহিত্যে উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের কথাও প্রসঙ্গক্রমে ধরা পড়ে, যেখানে মুসলিম নারীজীবনের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে লেখকের বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আমরা তাঁর 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে তার প্রমাণ পাই। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর 'সানু আলির নিজের জমি', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন' ও 'জিন্নতবেগমের দিবসরজনী' প্রভৃতি ছোটগল্প।

বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্ত পরিবারে, অনেকসময় দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী মেয়েরা, বউ হয়ে আসার সৌভাগ্য লাভ করে। 'সানু আলির নিজের জমি'(১৯৮৯) উপন্যাসে লেখক এই সমাজসত্যের অবতারণা করেছেন। এই উপন্যাসে, ভাটোরার চাষির মেয়ে সখিনা রূপের জোরেই উচ্চবিত্ত ও রক্ষণশীল সাঈম হাজির পুত্রবধূ হয়ে আসে। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির মতোই আভিজাত্য, দামী পোশাক, গহনা ও বোরখায় সে বন্দিনী হয়ে পড়ে। প্রসবকালে মহিলা ছাড়া কোন পুরুষ ডাক্তারের সহযোগিতা নেবেন না, হাজি সাহেবের এই অমূলক জেদেই সখিনাকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়। তিনি মুসলিম ধর্মের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তার কাছে ধর্ম হল শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ এবং মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখা। তাই প্রসব যন্ত্রণায় কাতর সখিনার আর্তনাদ তাকে বিচলিত করে না। হাজিসাহেবের এই অমানবিক আচরণের জন্যই দুটো প্রাণ অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। যে সমাজ নারীকে বোরখায় অবরুদ্ধ করে রাখে, আবার প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তারেরও খোঁজ করে, সেই সমাজের অন্তঃসারশূন্য দিকটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। কখনো মহিলা ডাক্তারের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে বা অল্পবয়সে মা হওয়ার কারণে সখিনার মত, গ্রামের কতশত নারী যে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তার পরিসংখ্যান মেলা ভার। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ নারী জীবনের এই মর্মান্তিক ইতিহাসকে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

লেখকের এই সময়কালের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'আত্মপরিচয়'(১৯৯০) বেশ খানিকটা ভিন্ন ধরণের। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দুতে প্রাধান্য পায়, শিক্ষিত কিন্তু ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল একটি

উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারজীবনের কথা। যেখানে পুরুষের কথাই শেষ কথা। তাদের ইচ্ছেপূরণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই নারীকে এখানে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রাণহীন পুতুলের মতো তাদের অবস্থান। তাদের নিজস্ব কোন চাওয়া-পাওয়া ও সুখ-দুঃখের কোনো মূল্য নেই এই পরিবারজীবনে। এর ব্যতিক্রম হলেই নারীকে তালাক পেতে হয়, সার্বিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়, নতুবা খুন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের আপাত জাঁকজমকের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নারীজীবনের যন্ত্রণাময় চরম সংকটের এক বাস্তবসম্মত চিত্র লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শাহবানু মামলার রায়কে কেন্দ্র করে তালাকপ্রাপ্ত নারীকে খোরপোষ দেওয়ার প্রসঙ্গে, যে মুসলিম মহিলাবিল পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার কথা ছিল, তাতে নির্যাতিতা মুসলিম বধূরা অনেকটাই আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু মৌলবাদী অরাজনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত এই বিল সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সমাজ সচেতন লেখক আফসার আমেদ, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একজন নারীর পক্ষে এই মানবিক বিলের উপযোগিতা সম্পর্কেও এই উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন।

লেখকের ‘জিন্নত বেগমের বিরহমিলন’ ও ‘জিন্নত বেগমের দিবসরজনী’ ছোটগল্পের মধ্যে উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারে বহুবিবাহের এক অমানবিক রূপ প্রকাশিত। উচ্চবিত্ত জিয়াদ শুকটির প্রথম স্ত্রী স্বামীর কাছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা না পেয়েও বিশ্বাস করে যে, ‘স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত’। জিয়াদ তার উপস্থিতিতে আরও তিনটি বিয়ে করে ইসলামের সুন্নত পালন করে। অথচ দিনের পর দিন বড় স্ত্রীকে অবহেলা ও পরস্ত্রীকে কামনা করার মধ্য দিয়ে, ইসলামের নির্দেশকেই সে অমান্য করে চলে। তবুও বড়বৌ আফসন, স্বামীর প্রতি তেমন বিরূপ নয়। বরং তার ক্ষোভ হয় অন্যান্য সতীনের উপর। অবশ্য এর কারণও অবান্তর নয়। কারণ মেজো সতীন তাকে সিঁড়ি থেকে ফেলে আজীবনের জন্য পঙ্গু বানিয়ে দেয়। তার খাবারে অতিরিক্ত নুন ও লংকাগুড়ো মেশায়। তার মনেপ্রাণে বিশ্বাস, সতীনেরাই তার কাছ থেকে স্বামীকে কেড়ে নেয়। তার এই যন্ত্রণাময় জীবনের জন্য সে নারীকেই দায়ী করে। তাই সতীনের কথায়, বড় বউয়ের চোখ ঘৃণা ও ক্ষোভে জ্বলে ওঠে। এখানে এসেই বিত্তশালী ঘরের স্ত্রী আফসন চাচি ও নিম্নবিত্ত ঘরের স্ত্রী জিন্নতের জীবনের যন্ত্রণা যেন এক হয়ে যায়। দুজনেই সধবা হয়েও বিধবার চেয়েও জ্বালাময় জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিশোষণ প্রসঙ্গঃ

সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে সামাজিক শ্রেণিবন্যাসের একটি সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেখানে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্যের পাশাপাশি,নারী -পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যকেও তিনি তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, লেখক মুসলিম সমাজে প্রভাবশালী মোল্লা ও মৌলবিদের প্রকৃত চরিত্রকে বারবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন। আমরা তাঁর 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসের মধ্যে এই সমাজবাস্তবতার একটি চিত্র খুঁজে পায়। লেখকের বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যেও এর একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

'গোনাহ্' গল্পে ধর্মের মুখোশধারী মৌলবি থেকে শুরু করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীলোভাতুর চরিত্রকে তিনি এখানে স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি স্পষ্ট করেছেন বিত্তশালী মালিকশ্রেণির দ্বারা শোষিত, বাড়ির কাজের লোক ফরিদাদের অসহায়তার কথা। আবার তিনি দেখিয়েছেন ধর্মীয় জলসার মজলিশে বসেও নারীসমাজের পরনিন্দা-পরচর্চার মতো ধর্মবিরোধী কার্যকলাপে মগ্ন থাকার বাস্তব চিত্রও।

আফসার আমেদের যে সমস্ত ছোটগল্পে শ্রেণিসংগ্রামের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, 'গামছা' তার মধ্যে অন্যতম। এই ছোটগল্পে মূলত সমাজের চারটি শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সবথেকে উপরে আছে মালিক, জোতদার, শোষক ও বিত্তশালী গোষ্ঠী। যার প্রতিনিধি হল মহরম কাজি। পরের শ্রেণিতে আছে শোষিত, সর্বহারা, হেলো ও দরিদ্র নিম্নবিত্ত কৃষকগোষ্ঠী। এই সমাজের প্রতিনিধি ইনসুর। তার নিচে আছে এই দুই গোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত নারীসমাজ। এই সমাজের প্রতিনিধি হল ইনসুরের স্ত্রী আলতা। সবচেয়ে নীচে অবস্থান করে গৃহপালিত পশু। মানুষের হাতে পালিত গরু কখনো গাড়ি টানে, কখনো লাঙ্গল টানে। কিন্তু প্রতিদানে তার উপর নেমে আসে নির্মম চাবুকের আঘাত। প্রতিবাদের ভাষা তার নেই, তাই তার অসহ্য যন্ত্রণায় দুচোখ বেয়ে জল পড়ে। এই শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানবসভ্যতার এই সংগ্রাম আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।

মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির অবস্থানগত পার্থক্যের পাশাপাশি নারীর জীবনের চাওয়া-পাওয়ার কথাও 'হাড়'এ বর্ণিত। জাতি ও ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে তা হয়ে উঠেছে নারীর সার্বজনীন

চাহিদার কথা। এই চাহিদা পূরণে তারা ক্রমাগত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলে। মুনাফালোভী মালিকশ্রেণির অতিরিক্ত লোভ ও শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা মেটানোর প্রতি অনীহা যে কত দরিদ্র সংসারে ছন্দপতন ঘটায়, এই সত্য আফসার আমেদ আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?' ছোটগল্পটির কেন্দ্রে আছে জুল্লু ও শাকু মিঞার মতো কৃষকের জীবনসংগ্রামের কথা। জোতদার ইয়াকুব বা লুথুমিঞা, ডিপ টিউবওয়েলের মতো আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে, কম সময়ে অধিক জমি চাষের সুবিধা পায়। তারা দরিদ্র ভাগচাষীদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সুযোগ সন্ধান করে। লুথু মিঞার ভাগচাষী শাকুও তাই অন্যান্য কৃষকের মতো আতঙ্কগ্রস্ত। আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক আফসার আমেদ দেখিয়েছেন, জমির সঙ্গে একাত্ম একজন দরিদ্র চাষির জীবনে, জমি এবং পরিবারের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা। তাই জমির উচ্ছেদ চিন্তার সঙ্গে, শাকুর ছোট মেয়ের পুকুরে পড়ে যাওয়া বা পঙ্গু স্ত্রী নসিবার মাচা থেকে পড়ে যাওয়ার আশংকা এক হয়ে যায়। দরিদ্র ভাগচাষীর স্ত্রী নসিবার সূত্র ধরেই লেখক অন্যান্য বিত্তশালী ঘরের নারীর জীবনের স্বতন্ত্র অবস্থানও নির্দেশ করেছেন।

দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবিত্ত সমাজে 'শহরমুখো পুরুষ' ও মুসলিম নারীর জীবন প্রসঙ্গঃ

গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের ফলে, কৃষকেরা জমি হারানোর পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রের আগমনে ক্রমে কর্মহীন হয়ে পড়ে। মূলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এইসমস্ত কর্মহীন, গ্রামীণ, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ সমাজের মানুষেরা ক্ষুধার হাতে বন্দী। পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা, এই দুটোর দ্বারা-ই তারা চালিত। তাই গ্রামের সিংহভাগ পুরুষ, পিতৃপুরুষের দেওয়া চাষের জমি মহাজনের কাছে হারিয়ে, পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বাধ্য হয়ে শহরে যায়। এই সমাজের নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের আলেখ্য হল 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পটি। আফসার আমেদ জিন্নতের মধ্য দিয়ে, এই সমাজের নারীর মর্মান্তিক বিরহবেদনাকে রূপায়িত করেছেন। জিন্নতের ছয়মাসের বিবাহিত জীবনে মাত্র দুই মাস স্বামীর সান্নিধ্য পায়। বিয়ের দুই মাসের মধ্যে তার স্বামী করিম প্রতি শনিবার করে শহর থেকে বাড়ি ফিরে এলেও, পরের চারমাস তার কোন খবর পায় নি জিন্নত। এই চারমাস সধবা হয়েও জিন্নত একজন বিধবার

জীবনযাপনে বাধ্য হয়। ধর্ষকামী পুরুষ এবং ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে তারা কীভাবে বেঁচে থাকে, তার একটি বাস্তব চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

মূলত 'জিন্নত বেগমের দিবসরজনী' ছোটগল্পটি 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পের একটি পরিবর্ধিত রূপ। উক্ত গল্পে আমরা দেখেছি, গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরে, গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত পুরুষসমাজ রুজি ও অর্থের টানে শহর কলকাতায় ছুটে যায়। সপ্তাহান্তে কিছু কিছু পুরুষ গ্রামে ফিরে এলেও, জিন্নতের স্বামী করিম বক্সের মতো বেশ কিছু পুরুষ, শহরের চাকচিক্যে পরিবারকে ভুলে যায় বা দ্বিতীয় সংসার পাতে। তারা কালেভদ্রে গ্রামে ফিরে এসে, কুলসন ও জিন্নতদের গর্ভে সন্তান দিয়ে, আবার চলে যায়। তাই পেটের দায়ে ও গর্ভের সন্তানের জন্য জিন্নতেরা মাঠে-ঘাটে, অনেকসময় শহরে গিয়ে কাজ করে, চাল বিক্রি করে। ফলে স্বামী জাগানিয়া শৌখিন কাচের চুড়ি পরে, স্বামীর সঙ্গে সংসার করার স্বপ্নসাধ তাদের ভেঙে যায়।

'বিরহ' ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র সইফুর বিরহের অন্তরালে, প্রকৃতঅর্থে তার স্ত্রী বদরনের বিরহযন্ত্রণায় প্রকাশিত। সইফু বিয়ের চারমাস পরেই নববিবাহিতা স্ত্রী বদরনকে ছেড়ে চলে যায়। সে তার সাট্টার নেশার দরুণ বদরনকে দাম্পত্যজীবনের সমস্ত আনন্দ ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে। দিনের পর দিন বদরন তার অপেক্ষায় থাকে। শেষপর্যন্ত সইফুর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে তার বিরহ ও অপেক্ষার দিন শেষ হয় এবং সে দ্বিতীয় সংসার পাতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই পাঁচ বছর পর হঠাৎ করে প্রথম স্বামী সইফুর আমতাগ্রামে ফিরে আসা, বদরনের জীবনকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করায়। যদি সইফু স্ত্রীর দাবী নিয়ে, তার সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে বদরনের জীবনে আর এক যন্ত্রণার ইতিহাস রচিত হত। আফসার আমেদের 'আর্তি' ছোটগল্পটি আপাত দৃষ্টিতে একজন পুরুষের জীবনসংগ্রাম ও অসহায় আর্তির কথা মনে হলেও, এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, স্বামীহারা নারীর এক চিরাচরিত আর্তির কথা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গঃ

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আফসার আমেদের 'বসবাস' উপন্যাসটি রচিত। বন্যাকবলিত কুলিয়া গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন মানুষের জীবনধারণের বৈচিত্র্যময় আকুলতা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ওঠে

উপন্যাসটি। বন্যায় সর্বস্বান্ত দরিদ্র, শস্যনির্ভর মানুষের করুণ অবস্থার পাশাপাশি মতিন মাস্টার ও শরিফুল প্রধানের স্বচ্ছল পরিবারের সুব্যবস্থার বর্ণনায়, দুটি বিপরীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের নর-নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ধারার চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। এই দুর্যোগে মতিন মাস্টার ও শরিফুল প্রধানের বউ যেখানে তক্তপোষে বসে বসে পান ও মাংসভাত খেয়ে, গল্প করে সুখে জীবন অতিবাহিত করে, সেখানে সর্বস্ব হারিয়ে বাঁধ ও মতিন মাস্টারের পাকা বারান্দায় আশ্রিত রমণীগণ সামান্য চালভাজা, গমভাজা খেয়ে বা না খেয়ে ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশিয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকে। লেখকের 'বসবাস' উপন্যাসের মতই 'জনস্রোত, জলস্রোত' ছোটগল্পেরও কেন্দ্রে আছে, বন্যায় সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা।

অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধানকে সাধারণত অসমবিবাহ বলে মনে করা হয়। এই ব্যবধান অনেকসময় কুঁড়ি-পঁচিশ বছরের মতো হতে পারে, আবার তা ছাড়িয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছিও হতে পারে। বেশির ভাগ বিপত্নীক পুরুষই, কমবয়সী অসহায় ও দরিদ্র নারীদের, পুনর্বিবাহের জন্য নির্বাচন করে থাকে। অনেকসময় মাতৃহীন সন্তানদের লালনপালনের কথা মনে রেখে, কোনো কোনো মাঝবয়সী বিপত্নীক পুরুষ সাংসারিক প্রয়োজনের নামে বিয়ে করে, আবার কোনো বিপত্নীক বৃদ্ধও নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে থাকে। কোনো কোনো বিত্তশালী পুরুষ একাধিক স্ত্রীলাভের জন্য অনধিক চারটি বিয়ে করে থাকে। আবার অনেক মুসলিম পুরুষ, সন্তানের জন্য বা পুত্রসন্তান লাভের জন্য একাধিক বিয়ে করে থাকে। তবে সবক্ষেত্রেই তাদের পছন্দ অল্পবয়সী রমণী, যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিঃসন্তান অকালবিধবা। তাছাড়াও আছে তালাকপ্রাপ্ত রমণী বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অনাথ কিশোরী। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এই সমাজসত্যকে তুলে ধরেছেন এবং এই অসমবিবাহের ফলে উদ্ভূত নারীজীবনের বৈচিত্র্যময় সমস্যা ও সংকটের বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন।

'বসবাস' উপন্যাসের স্বল্পপরিসরের মধ্যে, অসমবিবাহের ফলে উদ্ভূত নারীজীবনের সংকটকে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাধারণত দেখা যায়, পশ্চাদপদ

নিম্নবর্গীয় অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে সচেতনতা, অপুষ্টি এবং চিকিৎসার অভাবের পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত সন্তানলাভের জন্য, প্রায়ই সন্তানের জন্মদানের সময় বা অন্য কোন অসুখে মায়েরা অকালে মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে মাতৃহারা সন্তানদের কথা ভেবে অবিবাহিত অল্পবয়সী শ্যালিকার সঙ্গে, বয়সে প্রায় দ্বিগুণ-তিনগুণ বড় জামাইদার বিয়ের প্রথা মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত। এরফলে মাতৃহারা সন্তানেরা তাদের স্নেহময়ী মাসিমাকে মা-রূপে পেয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু এই অবোধ সন্তানদের রক্ষার্থে একটি উঠতি বয়সের নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়, এখানে তারই বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন লেখক।

আফসার আমেদের একটি অন্যতম আলোচিত ছোটগল্প হল 'আদিম'। ইসলাম ধর্মের শেষনবী হজরত মহম্মদের(সাঃ) সুন্নত পালনের সূত্র ধরে, একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষ অনায়াসে একাধিক বিবাহ করতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, কোন কোন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর তিন-চার মাসের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলে। এক্ষেত্রে কিছু বিপত্নীক বৃদ্ধ, বয়সের তোয়াক্কা না করে, একেবারেই অল্পবয়সী মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। সেই নববিবাহিতা তার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের থেকেও অনেকসময় ছোট হয়। ফলে কোন দরিদ্র, অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেলেও, বৃদ্ধ স্বামী ও সোমত্ত বয়সের সতীনপুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে, একই সংসারে জীবন অতিবাহিত করার বিড়ম্বনা সয়ে যেতে হয় সেই অল্পবয়সী নববিবাহিতাকে। 'আদিম' ছোটগল্পের সাবেরার মধ্য দিয়ে লেখক নারীজীবনের এই চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। এক রাতের অন্ধকারে বাবার বয়সী ইজ্জত আলিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সে।

মুসলিম নারীর অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবনযাপনের এক অপূর্ব আলেখ্য হল আফসার আমেদের 'সমুদ্রের নিলয়' ছোটগল্পটি। প্রত্যেক মেয়েরই বিবাহিত জীবন নিয়ে নিজস্ব একটা স্বপ্ন থাকে। আলেয়াও তার খালাতো ভাই গাজিকেই একসময় নিজের জীবনসঙ্গী রূপে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু গাজির দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফাঁকেই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ গহর আলি, চৌদ্দ বছরের অনাথ আলেয়াকে বিয়ে করে। এই অসম বিয়েতে শুধুমাত্র যে আলেয়ার স্বপ্নভঙ্গ হয় তা নয়, তাকে যথেষ্ট অপমানিতও হতে হয়। বিয়ের রাতেই গহরের প্রথম স্ত্রী লালমন, নববধূ আলেয়াকে ঝাঁটাপেটা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় আলেয়া সেই রাতে চাচির বাড়ি

আশ্রয় নেয়। নিজের দুর্ভাগ্য ও স্বপ্ন ভাঙার যন্ত্রণার বুকফাটা আর্তনাদে সে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে। আলেয়ার মানসিক যন্ত্রণার রূপায়ণে, বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

আফসার আমেদের ভাষারীতিঃ

লেখকের সাহিত্যের সমাজবাস্তবতা আরও বেশি বর্ণময় রূপ লাভ করে, চরিত্রের নিজস্ব ভাষারীতির ব্যবহারে। যে ভাষারীতি কাব্যিক চমৎকারিত্বে অপরূপ। পাশাপাশি এই সমাজের সার্বিক পরিচয়দানে লেখক তাদের লোকায়ত নিজস্ব ভাষারীতির বাক্যরূপ, শব্দরূপ, ধ্বনিরূপ ও উচ্চারণভঙ্গীকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন। তাদের উচ্চারিত বেশ কিছু লোকজ ও সাম্প্রদায়িক শব্দ ভদ্রলোক সংস্কৃতি ও বাংলা অভিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আরবি, ফারসি, বাংলা ও লোকজ শব্দমিশ্রিত এই ভাষারীতিতে গ্রামীণ অশিক্ষিত, অনভিজাত মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির এক অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন লেখক।

তৃতীয় অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৯১-২০০০

আফসার আমেদের লেখা ১৯৮০-১৯৯০সালের অন্তর্বর্তী সময়ে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে মূলত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ, নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসমাজই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে তাঁর পরবর্তী ১৯৯১-২০০০সালের মধ্যবর্তী সময়ের লেখায় একই সঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে অমুসলিম জনসমাজ ও তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন। শুধু তাই নয়, এই পর্বে নিম্নবর্গীয় জনসমাজের পাশাপাশি, তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজও। লেখকের নির্বাচিত কাহিনিধারা এই পর্বে এসে গ্রামীণ জনজীবনের পাশাপাশি অনেকটাই শহরকেন্দ্রিকও হয়েছে। লেখকের এই সময়কালের কথাসাহিত্যে নারী ধীরে ধীরে সবলা হতে থাকে।

তালাক প্রসঙ্গঃ

আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে মুসলিম নারীরা কোনো লিখিত প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র মৌখিক তিন তালাকের যূপকাষ্ঠে আজও বলি হয়। কখন পণের দাবিতে, আবার কখন পছন্দ না হওয়ার অজুহাতে তাদের তালাক পেতে হয়। নিজের ভোগবাসনা পূরণের জন্য এই সমাজের কামুক, স্বার্থান্ধ ক্ষমতাশালী পুরুষেরা ধর্মের আশ্রয়ে খুব

সহজেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। অনেকসময় সন্তানধারণে সক্ষম কিনা, সেই পরীক্ষা না করেই বন্ধ্যা অপবাদে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বা দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনে। এক্ষেত্রে এই যুক্তিহীন, অমানবিক আচরণের জন্য স্বামীকে সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্মগুরুর কাছে কোনোরকম জবাবদিহি করতে হয় না। ব্যক্তিগত শরিয়তি আইনের মধ্যে থেকে, প্রশাসনের হাত থেকে সে একেবারেই মুক্ত। অথচ সমাজের এই ভুক্তভোগী, দুর্ভাগ্যপীড়িত ও পদতলে পিষ্ট নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সম্মান নিয়ে রক্ষণশীল মৌলবাদীরা কোনো কথাই বলেন না। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ নারীর জীবনের এই চরম সংকটকে বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

তালাক প্রসঙ্গে আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর'(১৯৯৩) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। লেখকের যে সমস্ত উপন্যাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের দরিদ্র, খেটে খাওয়া শ্রমিক সমাজের একটি পরিপূর্ণ বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল 'অন্তঃপুর'। এই উপন্যাসে বর্ণিত মুসলিম সমাজে নারীর নিজস্ব কোনো কর্মক্ষেত্র বা সম্বল না থাকায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সে এক নিশ্ছিদ্র পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য থাকে। এই সমাজের নারীরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো পুরুষের অধীনে, জীবন অতিবাহিত করে। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত শাসন, অত্যাচার ও নিয়ম মেনে চলায় তাদের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এর অন্যথায় তাদের জীবনে নেমে আসে তালাকের মতো কঠিন বিপর্যয়।

'ধানজ্যোৎস্না'র(১৯৯৩) মধ্যেও তালাক প্রসঙ্গ, মুসলিম নারীর জীবনে এক চরম সংকটময় পরিস্থিতি রচনা করে। তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে তার জীবন ক্ষত-বিক্ষত হতেই থাকে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করেই, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের সঙ্গে তার জীবন জুড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা ও আকুলতা, দ্বিতীয় স্বামীর দাম্পত্যেও তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, তাড়িত করে আবার কখন কখন পুরনো স্মৃতি মধুর সংগীত রূপে তার প্রাণে দোলা দিয়ে যায়। সখিনার এই দ্বন্দ্বজড়িত দাম্পত্য জীবনের কাহিনি হল 'ধানজ্যোৎস্না'। এখানেই তার জীবন লেখকের 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসের রেহানার জীবন থেকে

আলাদা হয়ে যায়। রেহানার মনে তার পূর্বস্বামীদের অত্যাচারের তিক্ত স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নেই। অন্যদিকে 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসের জাহানবিবির মনেও প্রথম স্বামী নাসিমের অশ্রুসিক্ত উপস্থিতি লক্ষণীয়।

মুসলিম সমাজ-জীবনের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও জনশ্রুতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত, জাহানের মতো নারীর জীবনের মর্মান্তিক আত্মিক সংকটের ইতিহাস 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'(১৯৯৫) উপন্যাসের মূল আখ্যান। যেখানে একের পর এক তালাক পাওয়ার ফলে, মাত্র কুড়িবছর বয়সী জাহানের জীবনে আসা, পরপর চারজন পুরুষ তার শরীরকে ছিঁড়ে খেয়েছে। পাশাপাশি তার স্বপ্ন, মন এবং অস্তিত্বকে বারবার হত্যা করেছে। অবাস্তব কিস্‌সার মধ্য দিয়ে লেখক উক্ত উপন্যাসে তালাকপ্রাপ্ত জাহানের জীবনযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীজীবনের এক বাস্তবসম্মত সত্যকে তুলে ধরেছেন। শরিয়তের নামে কতশত মুসলিম নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়, সমাজসচেতন লেখক সহানুভুতির সঙ্গে তার বর্ণনা করে সমাজ তথা ধর্মের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন বারবার।

'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক'(১৯৯৬) উপন্যাসের মধ্যেও সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এমন একটি মুসলমান সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন, যেখানে প্রকাশিত হয় বোরখার অবরুদ্ধতার অন্তরালে অবৈধ প্রেমাকাংখা, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ধর্মের আশ্রয়ে নারীলোলুপ মানসিকতা এবং পরস্ত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতা। সমাজ তথা জীবনকে সচল, সুন্দর ও সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বয়সে দুজন নর-নারীর এক সামাজিক ও ধর্মীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নামই বিবাহ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নারীর আকাঙ্ক্ষা স্বামীর ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ভরসা, শ্রদ্ধায় নিজেকে আলোকিত করে, সংসারজীবনকে স্বর্গীয় সুখে পরিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু এই উপন্যাসের রেহানা প্রথম দুটো বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ভরসা ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে, অত্যাচারী ও ধর্ষক স্বামীদের কাছ থেকে পেয়েছে, শারীরিক নির্যাতন ও তালাক।

মুসলিম সমাজের কোনো কোনো তালাকপ্রাপ্ত নারী, স্রোতের টানে এক সংসার থেকে আর এক সংসারে ভেসে যেতে বাধ্য হয়। 'নোঙর' ছোটগল্পে যেভাবে কাজি মহালের প্রথম তিনজন বউ, শুধুমাত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারার অপরাধে ভেসে গেছে, হালিম কাজি

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের তালাক দিয়েছে। তাছাড়া এই মহালে নিজেদের নোঙর তৈরির কোনো চেষ্টা বা আত্মবিশ্বাস হালিমের প্রাক্তন তিনজন স্ত্রী খুঁজে পায় নি। চতুর্থ স্ত্রী রিজিয়া তাদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা জানে। বিয়ের তিনমাসের মধ্যে রিজিয়াও তার শাশুড়িকে সন্তান আসার কোনো সুসংবাদ শোনাতে পারেনি। তার শাশুড়ি তাকে আরও তিনমাস সময় দেয়। এই তিনমাসের মধ্যে যদি সে হালিম কাজিকে সুসংবাদ দিতে পারে, তবেই তার রক্ষা, নইলে অন্যদের মতো তাকেও তালাক পেতে হবে। কিন্তু রিজিয়া হালিমের পূর্ব-স্ত্রীদের তুলনায় ভিন্ন মানসিকতা তথা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে নানারকম পরিকল্পনা ও নিজস্বতা দিয়ে, শেষপর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূলতা ও ভয়কে জয় করে, কাজি মহালে নিজের নোঙর তৈরির পথ খুঁজে নেয়।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গঃ

অনেকের ধারণা, কোরান সবসময়ই পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অনুমোদন দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে, একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, বিধবা ও অনাথদের উন্নত ও নিরাপদ জীবনের স্বার্থে, কোরানের চতুর্থ অধ্যায়, সুরা 'নিসা'র ২-য় অংশে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। এখানে একজন মুসলমান তার সামর্থ্য অনুযায়ী চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। পাশাপাশি ধর্মগ্রন্থে একথা বলেও সাবধান করা হয়েছে যে, যদি কোনো মুসলমান মনে করে, তার পক্ষে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়, তবে সে যেন একটিই বিয়ে করে। অথচ ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলিম সমাজে, বহুবিবাহ সম্পর্কিত একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত থাকায়, বিপর্যস্ত হয় মুসলিম নারীর দাম্পত্য জীবন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু পারিবারিক আইনে সংখ্যাগুরু মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও, মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার এই অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে, প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ বারবার সরব হলেও, রক্ষণশীল মৌলবাদী ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কাছে তারা পরাজিত হয়। প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি, আফসার আমেদের বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থ ও কথাসাহিত্যে এই মনোভাব প্রকাশিত।

আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে, মইবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, প্রথম স্ত্রী জাহিরা যখন বাবার বাড়ি চলে যায়, তখন মইবু বহুবিবাহের সুযোগ গ্রহণ করে। অত্যন্ত দরিদ্র মা-বাবার কন্যাসন্তান হাসিনাকে সে বিয়ে করে। শুধুমাত্র খাওয়া পরার জন্যই আধবুড়ো, মাতাল, অত্যাচারী, তিন সন্তানের জনক মইবুর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে সে বাধ্য হয়। অল্পবয়সী হাসিনা, মইবুর সংসারে এসে সমস্ত প্রতিকূলতাকে মেনে নেয়। সে জাহিরার অবর্তমানে, সতীনের তিন সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে যেতে বাধ্য হয়।

'দ্বিতীয় বিবি'(১৯৯৭) উপন্যাসে দরিদ্র কৃষক শোভান আলির দ্বিতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক অশান্তি, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও দাম্পত্যজীবনের জটিলতার সৃষ্টি হয়, তারই এক বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন লেখক। তিন বছরের বিবাহিত জীবনেও, কিসমত শোভানকে সন্তানসুখ দিতে পারে না। তাই কিসমতের প্রেমের মগ্নতার মধ্যেই, শোভান ধর্মীয় বিধি মেনে দ্বিতীয় বিবি হামিদাকে ঘরে আনে। কিন্তু প্রথম স্ত্রী কিসমতের অনুমতি না নিয়েই, গোপনে এই বিয়ে করার অপরাধে অপরাধী শোভান, কিসমতকে খুশি করার জন্য নববধূ হামিদাকে অবহেলা করে। কিসমতের শাসনে হামিদাকে অবহেলা করে নিজে কষ্ট পায়, হামিদাকেও কষ্ট দেয়। অন্যদিকে কিসমতও স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত দ্বিতীয় বিবাহে কষ্ট পাওয়ার পাশাপাশি মনে মনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। কিসমতের এই ক্ষোভ দ্বিতীয় বিবি হামিদার কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্যজীবনের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায়, একই দাম্পত্যে তিনজন নরনারীর জীবন কোনো না কোনোভাবে বেদনাহত হয়। আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে নিজাম ও দীপার জীবনে সন্তানহীনতার সংকট কাটিয়ে ওঠার পদ্ধতি আধুনিক ও মানবিক। শহুরে, শিক্ষিত, উচ্চপদস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী নিজাম, দীপার জীবনের সন্তানহারানোর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে একটি অনাথ শিশুকে দত্তক নেওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া সমাজের কৃষক শোভানের এই আধুনিক জীবনদর্শন না থাকায় স্বাভাবিক। তাই তার সমাজের অন্যান্য নিঃসন্তান পুরুষের মতো শোভানও সন্তানসুখ কামনায় দ্বিতীয় বিবাহ করে। এই সূত্রেই বিধবা হামিদা দ্বিতীয় বিবিরূপে শোভান ও কিসমতের দাম্পত্যের মাঝে এসে পড়ে অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই।

লেখকের ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’ উপন্যাসে, কানা বেগুনওয়ালার দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানের আশ্রয় হয় বেগুনবাগানে। কারণ বাড়িতে থাকে কানা বেগুনওয়ালার প্রথম স্ত্রী। দুজন স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এড়ানোর জন্যই কানা বেগুনওয়ালা, নতুন বিবি জাহানকে বেগুনবাগানে ঘর তুলে দেয়। এখানে জাহান তার আইনসিদ্ধ স্বামীর কাছে নীরবে ধর্ষিত হয়। একাধিক বিবি পেতে উৎসাহী আজমত যখন তার ‘আধবুড়ি, বহু ব্যবহারে পুরনো ঘুমন্ত বউয়ের দিকে’ তাকায়, তখন তার নিজের জন্য খুব দুঃখ হয়। কারণ তার আশেপাশের সমস্ত মৌলবি ও ইমামের বিবির সংখ্যা একাধিক। কিন্তু বহুবিবাহের একান্ত ইচ্ছে মনের মধ্যে লালন করেও, বিবির সতর্কতার জন্য মাঝবয়সী ইমাম আজমত শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহে সফল হতে পারে না। মূলত ইমামের বিবি কামার্ত স্বামীর প্রহরায় সারাক্ষণ অতিষ্ঠ হয়ে থাকে, বিঘ্নিত হয় তার স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন। এইভাবে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ আজমতের মত ইমামের মধ্য দিয়ে, বহুবিবাহে আসক্ত মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের, নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’(১৯৯৮) উপন্যাসে বহুবিবাহে জর্জরিত মুসলিম নারীর জীবনের নানান টানাপোড়েনের পাশাপাশি, এই সমাজের একজন অকালবিধবার জীবনতৃষ্ণা ও তার কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিবাহের এক সুস্পষ্ট রূপরেখা লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই সমাজের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত ও অসহায় মানুষ আধুনিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে, যে কোন সংকট ও অসুখ-বিসুখের জন্য, মুসিবত ও মুশকিল আসানের জন্য অন্ধভাবে ধর্মাশ্রয়ী কিন্তু ভণ্ড, নারীলোলুপ মালু খাঁ মৌলবির মতো কামেল লোককে বিশ্বাস করে। আর চতুর, কেরামতিওয়ালা মালু খাঁর মতো মানুষেরা, ধর্মের আশ্রয়ে এই সহজ, সরল মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে, মোটা টাকা উপার্জন করে, নিজের লালসা পূরণের জন্য একের পর এক নারীকে বিবাহ করে, তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। ইসলাম ধর্মের সুন্নত পালনের নামে সে ছোট মানসিকতার পরিচয় দিয়ে, চার নম্বর বিবির পরিকল্পনা করে, লেখক এই সমাজসত্যই তুলে ধরেছেন।

আফসার আমেদ উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে, মুসলিম নারীর জীবনে উদ্ভূত সংকট ও সমস্যার একটা শিল্পসম্মত রূপ তুলে ধরেন। মুসলিম সমাজের এমন

অনেক পুরুষ আছে, যারা ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ না করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক ও টুপি পরে মুশল্লি সাজে, নিজের স্বার্থপূরণ ও সমাজে মান্যতা লাভের জন্য। লেখকের 'সঙ্গ' ছোটগল্পের মতিনের মতো 'দুই বোন' ছোটগল্পের ইয়ারু, কেতাব কোরান পড়ে মুসল্লি হয়ে উঠলেও, স্বার্থপূরণের জায়গা থেকে তারা দুজনেই ইসলামের মূল আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। তাই সে একজন মুসল্লি হয়েও, স্ত্রীকে অবহেলা করে, নিজের রূপজ মোহকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর অল্পবয়সী বোনকে বিয়ে করার পরিকল্পনা ফাঁদে। শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজেই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও চাকরিজীবী মুসলিম সমাজেরও কোনো কোনো নরনারী, নিজের স্বার্থে ইসলামধর্ম অনুমোদিত বহুবিবাহের সুযোগ গ্রহণ করে। 'পাগলের জবানবন্দি' ছোটগল্পে, বহুবিবাহের সূত্র ধরে এক শিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ, সালমার দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তার অভাবকেই লেখক তুলে ধরেছেন।

বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গঃ

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আরও অনেক প্রগতিশীল মানুষ। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। ১৮৫৬ সালে অনেকের বিরোধিতার মধ্যেও হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। অনেক অল্পবয়সী বিধবা সুস্থ ও মানুষের মতো বেঁচে থাকার একটা আইনি বৈধতালাভ করে। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের প্রাণপুরুষ হজরত মহাম্মদ(সাঃ), আজ থেকে প্রায় পনেরোশো বছর আগেই, বয়সে বড় একজন বিধবারমণীকে স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করার মধ্য দিয়ে, বিধবাবিবাহকে ধর্মনৈতিক দিক থেকে বৈধতা দান করেন। মুসলিম সমাজে তাই বিধবাবিবাহ প্রচলিত। তবে একথা সত্য যে, একজন মুসলিম বিধবার পক্ষে, কাঙ্ক্ষিত ও উপযুক্ত স্বামী লাভের ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে সবসময় একটি বাধা দেখা দেয়। আফসার আমেদ মুসলিম বিধবা নারীর জীবনের এই সংকটকে তাঁর বিভিন্ন কথাসাহিত্যে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসের অল্পবয়সী বিধবা রমণী হামিদার পুনর্বিবাহিত, বর্ণহীন জীবনের নানান সমস্যা ও সংকট আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসের মধ্যেও লেখক অল্পবয়সী বিধবা রওশনেশার কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে নানান

সমস্যার বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মে বিধবা যুবতী মেয়েকে পুনর্বিবাহে উৎসাহ দেওয়া বাবা-মার সুন্নত। কিন্তু মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ের খরচ বাঁচানোর জন্যই কৃপণ গরিবউল্লার বিপরীতধর্মী প্রচার করে। আফসার আমেদের সমাজসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় বিধবা রওশনেশার প্রবল জীবনতৃষ্ণার বর্ণনায়। তিনি নারীর মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় দেখিয়েছেন, নিজের অবদমিত মনের চাহিদার সঙ্গে, নিজে নিরলস লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত রওশনেশা ক্রমে ক্রমে আরও বেশি বিবাহমুখী ও জীবনমুখী হয়ে উঠে।

একজন নিঃসন্তান অল্পবয়সী মুসলিম বিধবার পুনর্বিবাহের নানান সমস্যা ও সংকটের পাশাপাশি এক বা একাধিক সন্তানের জননীর বৈধব্য জীবন বা পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা ও সংকটকেও লেখক তাঁর কথাসাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। 'হাসিনার পুরুষ' ছোটগল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ

লেখকের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে এই অসমবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার। যেহেতু মুসলিম সমাজে জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত, তাই এই উপন্যাসের মিস্ত্রিবাড়ির মেয়ে আসমার সঙ্গেও তার সেজচাচার ছেলে সোহরাব কিংবা শহিদ, খালাতো ভাই আজম, ফুফাতো ভাই রহমত বা সাবিরের বিয়ের একটা সম্ভাবনা দেখা যায়। তবে এদের মধ্য বিয়ের পাত্র রূপে, পনের বছরের আসমার প্রথম পছন্দ পিসতুতো ভাই সাবির। তাই বিয়ের পাত্র নির্বাচনে আসমার অপরিণত, লজ্জাশীলা মন দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ আসমার মনের সমস্ত কল্পনা ও দ্বিধার ঊর্ধ্বে গিয়ে বাড়ির বড়ছেলে ফিরোজ, তার পাতানো ছেলে মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ফিরোজের এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে আসমা ভেঙে পড়ে। সাবিরকে না পাওয়ার সম্ভাবনায়, সাবিরের প্রতি সে যেন একটু বেশি আকর্ষণ অনুভব করে। অথচ একসময় আসমা মাসুদকে ভালবেসে, মাসুদের সন্তানের জননী হয়, লেখক এই সমাজসত্যই আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

লেখক তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসে হুসনে আরা চরিত্রটির অবতারণা করে, অসম বিবাহে নারীজীবনের ভিন্ন এক সমস্যা ও সংকটের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ পেনশনভোগী আকবরদাদা, যুবতী স্ত্রী হুসনে আরাকে আর্থিক নিরাপত্তাদানে সক্ষম হলেও, তার শারীরিক ও

মানসিক চাহিদা পূরণে একেবারেই অপারগ। তাই সে তার অপূরণীয় কামনা চরিতার্থের জন্য বারবার ছুটে আসে, জাহানের বিরহে কাতর যুবক নাসিমের কাছে। আর বারবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় তার সেই প্রেমহীন, নিরুত্তাপ সংসার জীবনে। তার এই আকর্ষণহীন নিরানন্দ সংসারজীবনের সংকট থেকে মুক্তির কোন উপায় লেখক দেখাতে পারেন নি।

'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসেরও স্বল্পপরিসরে অসমবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। এই উপন্যাসে আধবুড়ো, কুৎসিত, রাতকানা রাজ্জাক মিঞার তরুণী স্ত্রীর, অল্পবয়সী ছোঁড়ার প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নারীজীবন তথা সমাজের আর এক সত্যকে ব্যঞ্জনাময় করে। এই তরুণীও বারবার হুসনে আরার মতো বৃদ্ধ, অপারগ, কুৎসিত স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য, তরুণ প্রেমিকের কাছে ছুটে যায়। 'দুই নারী' মূলত নাসিরার জীবনের গল্প। বয়সে প্রায় সতেরো বছরের বড়, দুই সন্তানের জনক এক বিপত্নীক মৌলানার সঙ্গে নাসিরা তার বিবাহিত জীবন শুরু করে। ফলে নাসিরার নিজস্ব বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন, আবেগ, উচ্ছ্বলতা, সাধ-আহ্লাদ ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। তাছাড়া সেও ক্রমে দুটো সন্তানের জননী হয়। সন্তানদের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে নাসিরা, নিজের কথা ভাবার সময় পর্যন্ত পায় না।

জ্ঞাতিবিবাহ প্রসঙ্গঃ

মুসলিম সমাজে চাচাতো, ফুফাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যে যে বিবাহ হয়, তার মধ্যেও নারীজীবনে বিশেষ সংকট দেখা দেয়। 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে মরিয়মের অন্তঃপুরে ফিরোজের মেয়ে সইদার বিয়ে হয়, চাচাতো ভাই লিয়াকতের সঙ্গে। এই জ্ঞাতিবিবাহের ভালোমন্দ দুটি প্রভাবই সইদার জীবনে দেখা যায়। যে বাড়িতে সে বড় হয় কন্যারূপে, সেই বাড়িতেই বধূরূপে থাকার একটা সংকট সে অনুভব করে। আবার মুক্তার তাকে স্ত্রীর ভালোবাসা ও মর্যাদা দিলেও, মাঝে মাঝেই বোনের মতো শাসন করে। তাছাড়া একই অন্তঃপুরে সইদার বাবা-মা ও ভাই থাকায়, মুক্তার সইদার উপর কোনো অপ্রীতিকর আচরণে যেতে ভয় পায়। অন্যদিকে সইদাও চাচা-চাচির সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির মতো কোন তিক্ত-মধুর সম্পর্কে যেতে পারে না। বাবার বাড়ি গিয়ে নিজের মতো করে কিছুদিন থাকার স্বাধীনতাও সে

সবসময় পায় না। শাশুড়ি সালেহা ও পুত্রবধূ সইদার মধ্যেও দুই রকমের সম্পর্কের একটা দ্বিধা তৈরি হয়। ফলে সইদা তার সংসারজীবনে একধরণের দ্বিধা নিয়ে চলতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কোরান প্রসঙ্গঃ

মুসলিম জনসাধারণের কাছে পরিত্র কোরানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবনের বিনিময়ে কোরানের পবিত্রতা রক্ষায় তারা বিশ্বাসী। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তারা সকাল-সন্ধ্যা কোরান পাঠ করে থাকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে। যে সমস্ত মুসলিম নরনারী সুরেলা কণ্ঠে কোরান পাঠে দক্ষ, তারা সমাজে সম্মানীয়। যদিও আরবি ভাষায় রচিত কোরানের অর্থ অনেকেই বোঝে না, তাই কোরান নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা হয়তো তাদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না, কিন্তু কোরানের পবিত্রতায় তাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। অন্যান্যদের মত ফতিমাও বিশ্বাস করে, কোরান হাতে নিয়ে মিথ্যা কথা বললে, মিথ্যাবাদীর উপর চরম শাস্তি নেমে আসে। আফসার আমেদের যে সমস্ত ছোটগল্পে বাঙালি মুসলিম জীবনের এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও মুসলিম নারীজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ‘রক্তলজ্জা’।

বোরখা প্রসঙ্গঃ

আরব প্রভৃতি ইসলামিক রাষ্ট্রে বোরখা বাধ্যতামূলক হলেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীদের মধ্যে বোরখা পরার প্রচলন খুবই কম। সাধারণত দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যেই বোরখা পরার চল সীমাবদ্ধ। ফলে বৃহত্তর মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে, যে কজন বোরখা পরিধান করে, বা বোরখা পরিধানে বাধ্য হয়, তাদের নিজেদের কাছে অনেক সময় এই পোশাকটি অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ তাঁর নানান রচনার মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। তাঁর ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি ও হলুদ পাখির কিস্‌সা’, ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ উপন্যাস ও ‘দুই নারী’ ছোটগল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’ উপন্যাসের মুশুল্লি নাসিমের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী জাহান, বারবার এক পুরুষ ছেড়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হওয়ায় বাধ্য হলেও, সে কোনো মৌলবির স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার চরম আপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কারণ মৌলবির স্ত্রীদের সাধারণত ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ মেনে নামাজ পড়তে হয়, বোরখা পড়তে হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজের অল্পবয়সী মেয়েরা নামাজ ও বোরখা পড়ায় তেমন অভ্যস্ত নয়। জাহানও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ধর্মভীরু নাসিমের সংসারে তাকে এই ব্যাপারে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার বোরখাপরিহিতাদের স্বতন্ত্রভাবে চেনার উপায় থাকে না। তাই নাসিম একসময় বোরখাপরিহিতা আজমত মৌলবির আধবুড়ি স্ত্রীকে, উনিশ বছরের জাহান বলে ভুল করে। বোরখা পরিহিতা নারীর জীবনে এই সমস্যা যে অনেক বেশি, তা বলায় বাহুল্য।

'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসে বোরখা প্রসঙ্গে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীর ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে, নারীর স্বাধীনতার প্রতীকরূপে বোরখাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে লেখকের অসাধারণত্ব প্রশ্নাতীত। এই উপন্যাসের কালাম যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন আবার সে তার দর্জির কাজ শুরু করে। এই সূত্রেই বাড়ির বাইরে বেরোনোর একটা সুযোগ পায় কালামের স্ত্রী রেহানা। রোজ দুপুরে সে কালাম দর্জির ভাত নিয়ে বাজারে যায়। যদিও সন্দেহবাতিক কালাম, বিবিকে অন্য কারো সঙ্গে হাসাহাসি বা কথা বলার কোনো স্বাধীনতা দেয় না। রেহানাবিবির সুরত(চেহারা) যেন অন্য পুরুষেরা না দেখতে পায়, তাই সে ঘোমটা মাথায় বাজারে যায়। কিন্তু একদিন পাখির ডাকে আচমকা বিবির মাথার ঘোমটা বাজার ভর্তি লোকের সামনে খসে পড়ে, যা কালামকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। কারণ পরপুরুষের চোখে কালামের বিবির মুখ প্রকাশিত হওয়ায়, কালামের 'পৌরুষে ছ্যাঁকা' লাগে। কালাম তাকে একটি পুরনো কালো বোরখা দেয়। এরপর সে যখনই বাইরে বেরোবে, তাকে এই কালো বোরখাটি পরে বেরোতে হবে। অবশ্য এই কালো বোরখার মধ্যেই রেহানা তার নিজস্বতার গন্ধ খুঁজে পায়। কারণ 'বোরখার মধ্যে সকলকে সে দেখতে পাবে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না!'

মূলত সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ 'দুই নারী' ছোটগল্পে একই পরিবার বা পরিবেশে বসবাসকারী নারীর অবস্থানগত সমতা ও অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন। তবে চাচির মতো বয়স্কা নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা পুরুষের শাসনের ভয়ে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত নিয়মনিষ্ঠাকে মেনে নিলেও, নাসিরারা একদিনের জন্য হলেও সেই ভয়কে জয় করে এবং

নিজস্বতায় জেগে ওঠে। সে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে একদিন পছন্দের শাড়ির উপর বোরখা না পরেই বাজারে যায়। নাসিরার এই জেগে ওঠার মধ্যেই লেখক পরবর্তী নারীজীবনের মূলসূত্রকে ছুঁতে চেয়েছেন।

হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গঃ

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে আজও হিন্দু-মুসলিম নর-নারীর মধ্যে পরিণয়, অনেক বড় সমস্যা ডেকে আনে। ধর্মগত ভিন্নতা থেকে আসা সামাজিক ও পারিবারিক বাধা বা বিরূপতা তাদের চলার পথকে নানাদিক থেকে বন্ধুর করে তোলে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যে আবেগ ও প্রেমের টানে তারা ধর্মের ও সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেগঘন প্রেম কমে যাওয়ায়, তাদের দাম্পত্য জীবনে নানান সমস্যা বা সংকট নিয়ে আসে। এই সমস্যা আবার অন্য কোনো শারীরিক অক্ষমতা বা মানসিক দুর্ভাবনা থেকেও হতে পারে। আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসটিতে হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গে লেখক, নারীজীবনের এক অভিনব সংকটকে জীবন্ত করে তুলেছেন। পাশাপাশি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের মতো এক বৃহত্তর সমস্যাকেও রূপায়িত করেছেন।

দাঙ্গা প্রসঙ্গঃ

'ব্যথা খুঁজে আনা'(১৯৯৪) উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। সময়সচেতন লেখক এই উপন্যাসে রামমন্দির ও বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে, ১৯৯২ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার এক বাস্তবচিত্রকে সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। ১৯৯২ সালের ৬-ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা শহরও তা থেকে রক্ষা পায় নি। আফসার আমেদ এই উপন্যাসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহর কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষের জীবনসংকটকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।

রাজনীতি প্রসঙ্গঃ

রাজনৈতিক মতবিরোধ, জয়পরাজয় শুধুমাত্র একটি দেশ, রাজ্য, জেলা বা পঞ্চায়েতকে প্রভাবিত করে না, একটি পারিবারিক অশান্তির কারণও হতে পারে, নারীর ব্যক্তিজীবনের সমস্যা ও সংকটকেও ঘনীভূত করে তুলতে পারে, তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক 'স্বামী স্ত্রীর নৈকট্যের ভিতর' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। এই ছোটগল্পে, এক সময়ের প্রেমিকা হামিদার প্রতি আনিসের প্রেমাবেগ, শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক হারকে কেন্দ্র করে ভিন্নধারায় বয়ে চলার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কারণ তাদের সম্পর্ক তৈরির মূলকেন্দ্রে এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজসচেতন লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন, বাইরের একটি রাজনৈতিক শক্তি, কিভাবে একজন নিরপরাধ নারীর দাম্পত্যজীবনের সমস্ত নিরাপত্তাকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তুলতে পারে।

দাম্পত্যের বিচিত্র আখ্যানঃ

দুজন নরনারীর রুচিগত পার্থক্য ও মানসিক চাহিদার ভিন্নতা হেতুও যে তাদের দাম্পত্য জীবনের ছন্দপতন ঘটতে পারে, তার প্রতিও লেখকের সমাজদৃষ্টি সমানভাবে সজাগ। তিনি বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যে এই সমাজসত্যকে তুলে ধরেছেন। দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে নারীজীবনের এই বিচিত্র সমস্যা ও সংকট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত থেকে শুরু করে ধনী-দরিদ্র যেকোনো মুসলিম সমাজেরই হতে পারে। এই প্রসঙ্গ লেখকের 'পাণিগ্রহণ', 'সঙ্গ', 'স্বামীপ্রেমিকের কাছে পত্র' প্রভৃতি ছোটগল্প উল্লেখ্য।

আফসার আমেদের ভাষারীতিঃ

আফসার আমেদ, তাঁর কিস্‌সার মধ্যে পাঠকদের এক উদ্ভট, আধ্যাত্মিক ও অতিরঞ্জনের জগতে, এক চরম সামাজিক সত্য ও কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করে, এক অভিনব উপন্যাসরসে ঋদ্ধ করে তুলেছেন। লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁর কিস্‌সায় নিকা, তালাক, বিবিজান, ইমাম, গাঁজাখুরি, গোঁজামিল, পিরান, দোস্তি, ঝোড়া, রোয়াব, তাবিজ, গুনাগার, আজান, ফজরের নামাজ, মিলাদ-মওলুদ, বেশরা কাজ, বেহেস্ত, দোজখ, মৌলানা, ফেরেস্তা, জিন, পরী, পির আওলিয়া, শয়তান, কামেল বান্দা, মুরুব্বি মুসুল্লি, জেনা করা, মহব্বত, পরেজগার বান্দা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে একটি নির্দিষ্ট জনসমাজকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ (২০০১-২০১০)

২০০১-২০১০ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত কথাসাহিত্যে, আফসার আমেদ পল্লীগ্রামস্থ জনজীবন থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন শহুরে মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও মননের নানান টানাপোড়েনের দিকে। এই পর্বের বেশির ভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে ধরা পড়েছে আধুনিক জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত অমুসলিম, শিক্ষিত নরনারীর অন্তর্বেদনা ও সংকটের কথা। আর যেসমস্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য মুসলিম জনসমাজ, তাদেরও জীবনপ্রণালীতে উঠে এসেছে, সময়ানুচিত আধুনিক চিন্তাধারায় সিক্ত এক পরিবর্তনের আলেখ্য। এই সময়কালে অনেক মুসলিম নারীই নিচু ক্লাসের শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে পৌঁছে গেছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত অঙ্গনে। শিক্ষিত মুসলিম পুরুষসমাজ আর চাকরিসূত্রে প্রাপ্ত, স্ত্রীর উপার্জনকে আর অপমানজনক বলে মনে করে না। বরং একজন উচ্চশিক্ষিতা ও চাকরিরতা পাত্রী, তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একবিংশ শতকের শুরু থেকেই অনেক মুসলিম নারী, মেধার ভিত্তিতে এস.এস.সি ও এম.এস.সির মাধ্যমে শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আসছে। তাই কিছু কিছু নারীর জীবনে, ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ বা তালাকের মত ভয়াবহতা নেমে এলেও, এই সময় তা তেমন গুরুতর সমস্যা হয়ে আসে না।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ:

'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'(২০০৩) উপন্যাসে লেখক তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মের অনুশাসন, ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি, মুসলিম নারীর জীবনে নেমে আসা অন্যান্য সংকটকেও তুলে ধরেছেন। ধর্মের নামে ঘটে চলা পুরুষসমাজের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করার সাহসও দেখিয়েছেন। এখানে লেখক কিস্‌সার মিথ্যা ও অবাস্তব জগতের অন্তরালে নারীজীবনের বাস্তব যন্ত্রণাকে রূপায়িত করেছেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে। যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরা তালাক, বহুবিবাহ, মাদ্রাসা নির্মাণ ও কতগুলো আচারকে ধর্ম বলে মনে করে, এই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়, আফসার আমেদ এখানে এই সত্যকেও প্রকাশ করেছেন। সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় তাদের কোন উৎসাহ নেই। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক উন্নয়নের কথাও তারা

ভাবে না। আফসার আমেদ বারবার এই ব্যাপারে যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, আলোচ্য উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

'হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'(২০০৭) উপন্যাসেও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। এই উপন্যাসে লেখক 'বহুগামী' পুরুষের, একাধিক বিয়ের জন্য দায়ী সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও পারিবারিক দিকগুলোর একটি বস্তবসম্মত রূপ তুলে ধরেছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সব সমাজেই, জামাইদার সঙ্গে ছোট শালির অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা নিন্দনীয় হলেও বাস্তবসম্মত। বাংলাসাহিত্যেও এর প্রমাণ মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' উপন্যাসে। তবে মুসলিম ধর্মে একই সঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোরানের অন্তর্গত 'সুরা নিসা'য় বলা হয়েছে যে, যদি কোন পুরুষ শালিকে বিয়ে করে, তবে এক্ষেত্রে তার প্রথম স্ত্রীর তালাক হয়ে যায়। তাই জাসমিনের সঙ্গে সাহিলের বিয়ে প্রসঙ্গে, ফাহমিদার দাম্পত্যজীবনের করুণ পরিণতি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। যদিও লেখক এই প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেন নি।

লেখক 'অশ্রুমঙ্গল' (২০০২) উপন্যাসে কুসুমপুর গ্রামের নারীদের জীবনের নানান সমস্যা ও সংকটকে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নারীজীবনের যে যন্ত্রণাময় ইতিহাসকে লেখক বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন, তারই একটি ভিন্নতর ও সময়োপযোগী পরিবর্তিত রূপ আমরা এই উপন্যাসে খুঁজে পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের আধুনিক বাস্তবসম্মত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপন্যাসটিকে একটি আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গঃ

কলকাতার কাছাকাছি একটি উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের অল্পবয়সী বিধবা আনারকলির নিঃসঙ্গ জীবনে, প্রেমিক বাহারের আগমনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রেমপত্র(২০০৪) উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি এই উপন্যাসে আকিকা, নামাজ, কোরানপাঠ, খানা, জান্নাত-জাহান্নাম ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত পাপপুণ্য বিষয়ক ধর্মীর বিধানের খুঁটিনাটি বর্ণনায় লেখক সেই সমাজের একটি সুন্দর ও বাস্তব চালচিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে আমরা দেখেছি, একটি অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবার

তথা সমাজের গৃহস্থালির আনুপূর্বিক জীবনচিত্র ও সেই সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনযাপনের আনন্দবেদনার রূপরেখা আর 'প্রেমপত্র' উপন্যাসে উঠে এসেছে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীদের দৈনন্দিনতার বাস্তবচিত্র।

লেখকের 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'(২০১০) উপন্যাসেও বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ আছে। মজমুনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, নাজিম অল্পবয়সী বিধবা সিতারাকে বিবাহের কথা ভাবে। কিন্তু মধ্যচল্লিশের নাজিম, মাত্র সতেরো বছরের সিতারাকে বিয়ে করলে, বয়সের পার্থক্যের জন্য বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে পিছিয়ে যায়। তবে সিতারার বাবা-মা এই অসমবিবাহকে কোন সমস্যা রূপে দেখে না, তাদের কাছে সদ্যবিধবা সিতারা বোঝাস্বরূপ। তাই বয়সের পার্থক্যের চেয়েও, নাজিমমাস্টারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও চাকরি তাদের চোখে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। আবার নাজিম, কাঙ্ক্ষিত বিধবা কুলসুমকেও বিয়ে করতে পারে না, কারণ শিশুকালে সে কুলসুমের মায়ের বুকের দুধ খেয়েছিল। মুসলিম ধর্মবিধান অনুযায়ী দুধ-মায়ের সন্তানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম অর্থাৎ অবৈধ। আফসার আমেদ এই উপন্যাসে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজজীবনের এক স্বল্প আলোচিত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে, এই সমাজ-বাস্তবতার শেকড়ে পৌঁছে গেছেন।

মুসলিম সমাজে একজন অল্পবয়সী, নিঃসন্তান বিধবার পুনর্বিবাহিত দাম্পত্যজীবনের যে সমস্যা, সংকট ও বাস্তবতা, তা বারবার লেখকের নানান উপন্যাস ও ছোটগল্পে এসেছে। পাশাপাশি কোনো দোজবরে বা তেজোবরে বিপত্নীক আধবুড়ো বা বুড়োদের দাম্পত্যে, কোনো অল্পবয়সী বিধবার যে মানসিক ও শারীরিক চাহিদাগত পার্থক্যজনিত সংকট, বিভিন্ন সময় লেখক তার চরম বাস্তবতাকেও আলোকপাত করেছেন তাঁর সাহিত্যের নানান শাখায়। সাধারণত দেখা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিকসমাজ বিবাহ প্রসঙ্গে সবসময় পুরুষের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার অনুকূলতা করে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই একতরফা ভালো রাখার সামাজিক রীতিতে ফাটল দেখা দেয়, অনেকসময় নারীও চাপিয়ে দেওয়া বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেই, নিজেকে ভালো রাখার বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। এতোদিনের অসহায়তা, বঞ্চনা ও শোষণের বেড়াকে সে দুঃসাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে এবং ভালোথাকার বিকল্প পথে চলতে শুরু করে সমাজ, ধর্ম ও পুরুষের অহংকারকে উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, অসমবিবাহকে

কেন্দ্র করে, এযুগের শিক্ষিত নারী, স্বামীর মনেও এক দ্বিধা ও অসহায়তা তৈরি করে অনায়াসে। যা মুসলিম সমাজে, অধিকারসচেতন, আধুনিক-শিক্ষিত নারীর একটি অভিনব ও ইতিবাচক প্রচেষ্টা। 'সন্ধ্যার মেঘমালা' ছোটগল্পে আধুনিক নারী আফসানার ভালোথাকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে লেখক এই অভিনব জীবনাদর্শের এক বাস্তবসম্মত রূপ তুলে ধরেছেন।

বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহ প্রসঙ্গ, মুসলিম নারীর দুঃসাহসিক পদক্ষেপঃ

'অশ্রুমঙ্গল'(২০০২) উপন্যাসে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, অল্পবয়সী বিধবা বদরনের পুনর্বিবাহের পথে বাধা হয়, তার আগের পক্ষের দুটো সন্তান। বদরনের বড় ছেলে ফয়জুল কর্মসূত্রে বাইরে চলে গেলেও, সাত বছরের লালটুর ভরণপোষণের দায়িত্ব কোনো পুরুষ নিতে নারাজ। লেখকের 'হাসিনার পুরুষ' প্রভৃতি ছোটগল্পেও, দরিদ্র মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের এই সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ এসেছে। ক্যানসার-আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত বদরন, একটি আশ্রয়ের জন্যই দ্বিতীয় বিবাহে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিবাহে, বদরন একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও ক্ষুধার অন্ন পেলেও, বাপের বয়সী স্বামী হাসমতের সংসারে তৃপ্ত নয়। বৃদ্ধ হাসমত, যুবতী বদরনের মন ও শরীরের চাহিদা মেটাতে অপারগ। তাই মন ও শরীরের টানে সে বারবার যুবক জয়নালের কাছে ছুটে যায়। জয়নালের স্ত্রীর অকালমৃত্যু, তাদের পথকে সুগম করে দেয়। বিপত্নীক জয়নালের ভালবাসার আকর্ষণে সে সমস্ত সামাজিকতাকে উপেক্ষা করে এবং লালটুকে হাসমতের সংসারে রেখে, বিয়ের নয় মাসের মাথায় জয়নালের সংসারে থাকতে শুরু করে। বিবাহের সামাজিক বন্ধনকে অতিক্রম করে, নিজের পছন্দমতো পুরুষের সঙ্গে বসবাস করার যে দুঃসাহস বদরন দেখিয়েছে, তা একেবারেই আধুনিক।

তালাক প্রসঙ্গঃ

'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে লেখক এমন একটি তালাকের প্রসঙ্গ এনেছেন, যা মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক মোল্লা ও মৌলবিরও অজানা। ধর্মীয়বিধানে তালাকের যতরকম প্রকৃতি আছে, সবগুলোই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। বিশ্বসমাজে গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ ও মৌলবাদীর দ্বারা তালাকের সমস্তরকম বাস্তবায়ন ঘটেছে কোন না কোন ভাবে। লেখক এই উপন্যাসে সেই চরমসত্যের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক শফীউল্লা, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে, যেমন 'আধবুড়ি

বিধবা' সুন্দরী শাহনাজকে আকস্মিক বিয়ে করে, তেমনি বিয়ের তিন দিনের মাথায় নববধূকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শফীর এই অপ্রত্যাশিত তালাকের খবরে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এখানে এমন একটি সমাজের কথা বলা হচ্ছে, যা কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত হলেও, সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি ও চেতনা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানকার অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই জনসমাজ শফীর মত বিত্তবান, শিক্ষিত ও ধার্মিক মানুষের কোন কাজকেই অন্যায় বলে ভাবতে পারে না। বরং এই অমানবিক ও অনৈতিক তালাকের পেছনেও তারা ধর্মীয় যোগসূত্রের কথা ভেবে, মনে মনে স্বস্তি খোঁজে।

অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ

'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে অর্থশালী আকরম, দুজন স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র লালসা চরিতার্থের জন্য ষাট বছর বয়সে, সুন্দরী কিশোরী নিগারবানুকে বিবাহ করে। নৈতিকতা ও মানবিকতার দিক থেকে দেখলে, আকরম হোসেনের এই অসমবিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু ধর্মের আশ্রয়ে তার মতো কতশত মুসলিম বিত্তশালী পুরুষ যে এই লজ্জাকর বিবাহ করে থাকে, তার প্রমাণ অপ্রতুল নয়। তবে একথাও সত্য যে, এই নীতিবিরুদ্ধ বিয়ের প্রবণতা বর্তমানে অনেকটাই কমেছে।

মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ

আফসার আমেদের বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পে তালাকের প্রসঙ্গ এসেছে। তালাকপ্রাপ্ত নারীর মর্মান্তিক জীবনের রূপকার বলা যেতে পারে তাঁকে। তবে তাঁর কিছু কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের প্রসঙ্গও এসেছে। তিনি 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসে মজমুন ও নিজামের ডিভোর্স প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের বিয়েটা যেহেতু মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্টে হয়নি, 'তাই এটা তালাক নয়, ডিভোর্স'। তবুও লেখক ডিভোর্স শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। মুসলিম নারীর যন্ত্রণাময় দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তির এক উপায়স্বরূপ তিনি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তালাক যদি একজন মুসলিম নারীর জীবনের চরম বিপর্যয় ও সংকটের নাম হয়, তবে তার প্রেমহীন, মর্যাদাহীন দাম্পত্যজীবনের চরম সংকট থেকে মুক্তির উপায় হল এই ডিভোর্স। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই

শতকের নারীসমাজ শিক্ষা, সচেতনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে তুলেছে। সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ কথাসাহিত্যিক তাঁর 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসে ও 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা' ছোটগল্পে এই সত্যকেই রূপায়িত করেছেন।

বোরখা প্রসঙ্গঃ আধুনিক শিক্ষা ও বিশ্বায়ন, বোরখার অবরুদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রবণতাঃ

সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাস করেও, পরস্পর পরস্পরের কাছে অপরিচিত থেকে যায়। এই অপরিচয়ের জায়গা থেকে তাদের মনে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণাও তৈরি হয়। কিন্তু পরিচিতির নিবিড়তায় সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়ে, পরস্পরের মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব, তারই একটি বাস্তবচিত্র লেখক 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি পারস্পরিক সান্নিধ্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায়, হাসিনার মতো মেধাবী অথচ আড়ষ্ট, অপটু, জড়ভরত ও পর্দাশীল নারীরা বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পায়, তারা নিজস্বতার আলোকে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। এমনকি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বাবা-মা বা স্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করে। বৃহত্তর সমাজের সান্নিধ্যে এসে, অধিকারসচেতন শিক্ষিতা হাসিনা বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ লাভে তৎপর হয় এবং একসময় বোরখার অবরুদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গঃ

আমাদের দেশ তথা রাজ্যের যে কতশত পরিযায়ী শ্রমিক, নিজের শহরের বা রাজ্যের বাইরে কাজ করে, কোভিড-১৯-এর লকডাউন প্রক্রিয়ায় তা স্পষ্ট হয়। সমাজসচেতন লেখক তাঁর 'অশ্রুমঙ্গল' উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে অনেক আগেই আলোকপাত করে বলেছেন, কুসুমপুর গ্রামের অনেক পুরুষমানুষ ভারতবর্ষের সব প্রদেশে রুটি-রুজির জন্য আছে। তাদের কেউ সোনার কারিগর, কেউ সাচ্চা জরির কারিগর, কেউ অয়েলডিং-এর কাজ করে, কেউ দর্জির কাজ করে। তাদের কেউ ব্যাঙ্গালোর, কেউ গুজরাট, কেউ বা বিলাসপুর, জব্বলপুর—নানাজন নানা জায়গায়। তারা প্রায় এক-দেড় বছর অন্তর বাড়ি আসে। এইসমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের

বিরহী স্ত্রীর নিঃসঙ্গ জীবনের বাস্তবসম্মত সমস্যা ও সংকটকে লেখক প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই উপন্যাসের পরতে পরতে।

শহরমুখো মুসলিম পরিবার ও হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান প্রসঙ্গঃ

একবিংশ শতকের শুরু থেকেই অনেক শিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলিম পরিবার, ছেলেমেয়েদের উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ লাভের জন্য শহরে বসবাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনেকে শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকে আবার অনেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে নিয়ে, একসময় শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। শহরের নবাগত মুসলিম পরিবারের কেউ কেউ নিজের আজন্ম পরিচিত সমাজ ও পরিবেশ ছেড়ে যখন হিন্দুপাড়ায় বাস করতে শুরু করে, তখন অজানার আতঙ্কে তারা নানান মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়। তার উপর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত গুজরাতের দাঙ্গা তাদের এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। আফসার আমেদের অন্যতম আত্মজৈবনিক ছোটগল্প 'আত্মপক্ষ'এ লেখক নিজের পরিবার জীবনের মধ্য দিয়ে এই সমাজসত্যকেই তুলে ধরেছেন।

হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গঃ

আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে লেখক হিন্দু ও মুসলিম দুই ভিন্নধর্মের নরনারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ও সংকট তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে বিয়ে করার ফলে, নিঃসন্তান দীপার মনে উদ্ভূত তালাক ও বহুবিবাহকেন্দ্রিক নিরাপত্তাহীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে 'একটি গিটার' ছোটগল্পে লেখক এই বৈবাহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যে সমস্যা ও সংকট দেখা যায়, তার একটি বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। একসঙ্গে লেখাপড়া বা পাশাপাশি বসবাসের সৌজন্যে, বাঙালি হিন্দু পরিবারের কন্যা যেমন কোনো মুসলিম পরিবারের বধূ হয়ে আসে ধর্ম ও সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, তেমনি বাঙালি মুসলিম পরিবারের কন্যার, বাঙালি হিন্দুপরিবারের বধূ হয়ে আসার ঘটনাও বিরল নয়। যখন ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পরিবারের মেয়ে তার প্রেমিক স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধে, তখন সেই মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আফসার আমেদ আলোচ্য গল্পে এর একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করেছেন।

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নারীর জীবনঃ

১৯৯৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকায়, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আফসার আমেদ 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখনও তৈরিই হল না' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে এটি লেখকের 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। এখানে তিনি বলেছেন যে, একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশের মতো বাঙালি মুসলমান বসবাস করলেও, প্রকৃতঅর্থে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান শ্রেণি তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। তবে একবিংশ শতকের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সামান্য কিছু উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের উপস্থিতি সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময়কালে রচিত আফসার আমেদের কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে, এই সমাজের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। খুব সামান্য হলেও, এস-এস-সির হাত ধরে মুসলিম মেয়েরাও শিক্ষিকা রূপে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করছে। পরিবার পরিকল্পনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তা-ভাবনা ও রুচিবোধের দিক থেকে এই শ্রেণির নারীরা, সংখ্যাগুরুদের মতই আধুনিক মনোভাবাপন্ন। তারা নিজের অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। তবে আধুনিক যুগযন্ত্রণা, যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন, নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, সম্পর্কের অবনতি, নিঃসঙ্গতা, কর্মব্যস্ততা ও নেশাগ্রস্ততা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের চলার পথকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে, তাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দাম্পত্যের মধুর যাপন, মানুষের রূপকার আফসার আমেদ এই সত্যকেই তুলে ধরেছেন তাঁর 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন (২০১১-২০১৮)

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে একবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে যেমন একদিকে তালাক ও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ উঠে আসে, তেমনি আবার নবউদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনসংকটের বিভিন্ন দিকগুলো লেখক স্পষ্ট করেছেন। এইসময়ের কথাসাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবী মুসলিম নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ধারাকেও লেখক বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে সরে এসেছেন বর্ণবহুল কোলকাতার যান্ত্রিক ও নিঃসঙ্গ জীবনের আবর্তে। তবে লেখকের এই বর্ণবহুল জীবনের আবর্তে গ্রামের

সহজ, সরল, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা হারিয়ে যায় নি। তাই তাঁর ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত সাহিত্যের অঙ্গনে শহরকেন্দ্রিক মানুষ প্রাধান্য পেলেও, গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষ নির্ভর লেখা 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়। আর একবার প্রমাণিত হয়, গ্রামীণ পরিবেশে লালিত আফসার আমেদের বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর কথাসাহিত্যে, গ্রামীণ সমাজজীবন ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাঠক তথা সমালোচকদের অনেক বেশি মুগ্ধ করে।

পরিবর্তিত সময়ের আখ্যানঃ সেই নিখোঁজ মানুষটা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের চলার পথে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে ফেলেছে। আর এক্ষেত্রে পরিবর্তিত জীবনধারার সবথেকে বেশি সাক্ষ্য বহন করে কথাসাহিত্য। আফসার আমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি উঠে এসেছে মুসলিম নারীর জীবনচর্যার একটি পরিবর্তিত ধারাও। তাই বলে এই সমাজের নারীর জীবনে আবহমানকাল ধরে চলে আসা সমস্যা ও সংকট যে একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। একটি সমাজের পরিবর্তন মানে যে, আমূল পরিবর্তন নয়, সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই এই উপন্যাসে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের পাশাপাশি, স্বামীপরিত্যক্তা সখিনার জীবনসংকটের কথাও বাস্তবসম্মতভাবেই উঠে আসে। রূপকথার আশ্চর্য মানুষ আবিদের মধ্য দিয়ে লেখক, সাধারণ গ্রামবাসীদের সমস্ত সংকট থেকে মুক্তিলাভের একটি পথনির্দেশ করেছেন, সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাসাহিত্যকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন

মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্রিটিশভারতে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের তুলনায় প্রায় একশো বছর পিছিয়ে পড়ে। খুব ধীরগতিতে তারা ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি এগিয়ে আসে। যদিও দেশভাগে তথাকথিত শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও অর্থশালী মুসলিম জনসমাজ পূর্বপাকিস্থানে চলে যায়। এদেশে পড়ে থাকে মূলত অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও গ্রামীণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জনসমাজ, প্রায় ব্রাত্য হয়ে। বেশিরভাগ বর্ণশ্রেষ্ঠদের চোখে যারা

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শ্রমজীবী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক, অপরাধপ্রবণ এবং অপর। বাংলা কথাসাহিত্যেও তাদের এই রূপই প্রকাশিত। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা যে সমস্ত মুসলিম নর-নারীর পরিচয় পায়, তারা প্রায় সকলেই পাঠকের মনে পক্ষান্তরে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। ঠকচাচা থেকে শুরু করে জেবউন্নিসা পর্যন্ত যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তারা কেউই বাঙালি মুসলিম জনসমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করে না। বাঙালির জনসমাজের একটি বৃহত্তর অংশই তখন থাকে অন্ধকারে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)

'রস' ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র শীতের মরশুমে খেজুর রস থেকে পাটালি গুড় তৈরির অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনার পাশাপাশি মোতালেব, মাজুখাতুন ও ফুলবানুর মনের যে রসের সন্ধান দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সামান্য কিছু কিছু কথার আঁচড়ে তিনি মুসলিমসমাজে প্রচলিত বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে একজন মুসলিম নারীর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্বেদনার কথা। এইসমাজে নারীর দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তা কতটা ঠুনকো, তা লেখক সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আব্দুল আযীয আল আমান (১৯৩২-১৯৯৪)

আব্দুল আযীয আল আমানের 'শাহানী একটি মেয়ের নাম'(১৯৬০) উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত দক্ষ সম্পাদক আব্দুল আযীয আল আমান সম্পাদিত 'জাগরণ', 'কাফেলা' ও 'নতুন গতি' পত্রিকা হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের ধারক ও বাহক। তাঁর 'হরফ প্রকাশনী' একসময় প্রকাশনী জগতের বড় পীঠস্থান ছিল, যেখান থেকে রামমোহন রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী ও দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী তিনি পাঠকের হাতে স্বল্পমূল্যে তুলে দিতেন। সমস্ত অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমসমাজকে, আলোর পথে নিয়ে আসায় তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাও প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য, তিনি নবাব জয়জুন্নেসা ও বেগম রোকেয়ার মত বিদুষী মুসলিম নারীদের জীবনী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'শাহানী একটি মেয়ের নাম' এর প্রতিবাদী নারী, শাহানীর মধ্য দিয়ে এই সমাজের মোল্লা-মৌলবিদের স্বার্থান্বেষী প্রকৃত চরিত্রকে তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। সামগ্রিকভাবে লেখক এই উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত মুসলিম জনসমাজের একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকে রূপায়িত করেছেন, যে জনসমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, চোখ বন্ধ করে ধর্মগুরু মোল্লা ও মৌলবিদের বলা প্রথাবদ্ধ পথকেই অনুসরণ করে।

গৌরকিশোর ঘোষ(১৯২৩-২০০০)

এই প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' (১৯৮১) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে মূলত ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে, ভারতবর্ষের যে বৃহত্তর রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল, তাকে এক মহাকাব্যিক কলেবরে তুলে ধরেছেন লেখক। পাশাপাশি তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানকেও তিনি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। যে সমাজ মূলত মোল্লা ও মৌলবি কথিত ধর্মীয় বিধানে পরিচালিত হয়, এই সমাজে সাজ্জাদ, হাজিসাহেব ও শফীর মত প্রগতিশীল মানুষের পাশাপাশি, দাউদের মত নারীলোভী ও ধর্ষকামী পুরুষের সহাবস্থানে নয়মোনের দাম্পত্যজীবন স্বর্গীয় সুখে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর ফুটকিদের আত্মহত্যা করতে হয়। প্রিয় দুই নারীর এই বিপরীতধর্মী অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছবি (বিলকিস) নিজের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তাহীনতার ভাবনায় মাঝে মাঝেই আকুল হয়। লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে নারীজীবনের এই সংকটকে তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)

সৈয়দ মোস্তফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) উপন্যাসে একাধারে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি তথা সমাজতত্ত্বের নানান দিক মহাকাব্যিক বিশালতায় ধরা পড়েছে। একই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিন্নতা থেকেও যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয়, তার এক বাস্তবসম্মত রূপও লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজের ফারাজী, পীরপন্থী, হানাফী, সুফী প্রভৃতির আচার-আচরণ ও ধর্মীয়বিধানের ভেদাভেদ মানুষের জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, একটি বিশালসমাজকে

কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা স্পষ্ট করেছন। মূলত 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে, একজন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ বদিউজ্জামানের 'অলীক মানুষ' হয়ে ওঠার কথা। যে পরিবারের একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষ সূফীসাধনায় নিরুদ্দেশ, একজন ধর্মের মোহে দিনের পর দিন মসজিদে আশ্রিত, আর একজন নাস্তিকরূপে গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সেই পরিবারের নারীদের জীবন কতটা সংকটময় হতে পারে, বৃহত্তর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক প্রেক্ষাপটের মাঝেও লেখক সচেতনভাবে তার একটি রূপরেখা অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)

'তালাক' ছোটগল্পে লেখিকা তালাকের মত সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করেও, এক ভিন্নতর ও সম্মানীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন, তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের অসাধারণ মানসিকতার জায়গা থেকে। যে সমাজ বারবার ধর্ম ও পাপের ভয় দেখিয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে খেলা করে, কুলসম সেই সমাজের প্রচলিত আইনকে অমান্য করার দুঃসাহস দেখায়। আর্থিক স্বাবলম্বন নারীকে শক্তি ও সাহস যোগায় বলেই লেখিকা কুলসমকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলেছেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রতিবাদী কুলসমের মধ্য দিয়ে, মুসলিম নারীর জীবনে এক প্রভাতরশ্মির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আবুল বাশার(১৯৫১-)

আফসার আমেদের সমসাময়িক যেসমস্ত কথাকারদের সাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনের বৈচিত্র্যময় আখ্যান উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবুল বাশার। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ ও 'হালালা বিবাহ'কে কেন্দ্র করে, মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মের আশ্রয়ে নারীহননের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর 'তালাক' ছোটগল্পের কুলসম নিজের মতো করে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বার করলেও, আবুল বাশারের জাহেদা, মদিনা, রাবেয়া, কুলসম, শিরিন, নবীনা বা রাজিয়া শেষপর্যন্ত সমাজ ও ধর্মীয় আইনের সংকীর্ণ জটিলতায় হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবধরণের সমাজেই, আবুল বাশারের নারীরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না। তাঁর

'সিমার' ছোটগল্পে এগারো বছরের জাহিদাকে, আঠারো বছরের যুবক সুখবাসের শারীরিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে, বিয়ের রাতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। লেখকের 'নাস্তিক' ছোটগল্পের শিক্ষিতা রাবেয়ার জীবনও শেষপর্যন্ত অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে লেখক 'এক টুকরো চিঠি'র শিরিনকে আলোকময় পথের সন্ধান দিয়েও ধর্ম, অর্থ, সমাজ, রাজনীতি, প্রতিপত্তি ও অমানবিক নিষ্ঠুরতার কাছে হারিয়ে, চরম ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। এই প্রসঙ্গে আবুল বাশারের 'ফুলবউ' (১৯৮৮) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এখানেও লেখক একটি বৃহত্তর পটভূমিতে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, হালালা বিবাহ ও তালাককে কেন্দ্র করে নারীর জীবনে নেমে আসা মর্মান্তিক বাস্তবতার প্রতি কটাক্ষ।

আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে, গৌরকিশোর ঘোষ বা মোস্তফা সিরাজের মতো বৃহত্তর কোন পটভূমিকে গ্রহণ করেন নি। গৌরকিশোর ঘোষ বা মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজবাস্তবতা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। একই কথা আবুল বাশারের সমাজ বাস্তবতার ক্ষেত্রেও বলা যায়। কিন্তু আফসার আমেদের বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পের সমাজবাস্তবতা গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজও সমানভাবে পরিচিত ও প্রাসঙ্গিক। আফসার আমেদ যেখানে মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জীবনের সমস্যা, সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে অন্যান্য সাহিত্যিকরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াইকে। এক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও সংকট অনেকটাই উপেক্ষিত। মূলত আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের অনবদ্য জগত, উক্ত সাহিত্যিকদের সৃষ্টজগতের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

সমাজের কাছে দায়বদ্ধ লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে ধরা পড়েছে, এই মুসলিম সমাজে তথা নারীজীবনে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে চলা পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক সুস্পষ্ট চিত্র। তালাক, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহের সমস্যা জর্জরিত নারীজীবনে, একটি নিরাপদ শক্তমাটির অনুসন্ধানও চালিয়েছেন লেখক তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর প্রথমপর্বের কথাসাহিত্যের নারীদের তুলনায়, একবিংশ শতকের নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে স্পর্শ করেছেন। এই শতকের নারীরা অনেক বেশি প্রতিবাদী। বিশ্বায়নের প্রভাবে তারা আধুনিক ভোগবাদী জীবনে যেমন বিকল্প সুখের সন্ধান করেছে, তেমনি নিজের উপরে ঘটে চলা

অন্যায়ের প্রতিবাদও করেছে। নারীর এই সংগ্রামী, আত্মমর্যাদাশীল মনোভাবের পেছনে যে সবথেকে বেশি প্রয়োজন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, তা বারবার তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

কিস্‌সার ছয়টি উপন্যাস তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। তিনি এই কিস্‌সার মধ্য দিয়ে পাঠকদের এক রহস্যময় জগতে নিয়ে যান, যেখানে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে, মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রাম তথা শহরের সঙ্গে এই অপূর্ব অন্বয় রচিত হয়েছে। অথচ আফসার আমেদের কিস্‌সার রহস্যময় জগতেই লুকিয়ে আছে মুসলিম নারীজীবনের যন্ত্রণাময় বাস্তব আলেখ্য। কিস্‌সার কথায় তিনি পৌঁছে গেছেন দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদে, গ্রাম থেকে শহরে, মৌলবাদী গোঁড়া সমাজ থেকে সংস্কৃতিমনস্ক আধুনিক সমাজে, সর্বোপরি মানুষের বিচিত্র মনের দরবারে।

একজন বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি রূপে, আফসার আমেদের রচনায় নিজেদের সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি দেখার আনন্দই আমাকে, আমার কাজে অধিকতর উৎসাহ যুগিয়েছে। আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের পরিচিতিদানেও আমার গবেষণা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে আজও তিনি অপরিচিত। আজও কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের নাম শুনে বাঙালি পাঠকদের অনেকেই তাঁকে বাংলাদেশের লেখক বলে মনে করেন। আফসার আমেদের এই আত্মপরিচয়ের সংকট মূলত বাঙালি মুসলিমের আত্মিক সংকট। এই একই সংকটের দায়ভার বহন করে চলেছে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিসম্ভারও। তিনি তাঁর অসাধারণ কিস্‌সা থেকে শুরু করে নানান অনবদ্য উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। তবে একথাও সত্য যে, আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে প্রকাশিত লেখকের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা আমার গবেষণাকে শুধু একটি বিশেষ মাত্রা দান করে নি, ধর্মীয়-সামাজিক ও জাতীয় ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমায় অনেক বেশি সচেতন করেছে এবং মানুষের তথা সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা বাড়িয়েছে, আর এখানেই আমার এই স্বল্পতম প্রচেষ্টার সার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

উপন্যাস

১. আফসার আমেদ, *ঘরগেরস্তি,* স্বরলিপি , কলকাতা-৯, ১৯৮২।

২. আফসার আমেদ, *স্বপ্নসম্ভাষ,* দে'জ পাবলিশিং, সুভাষচন্দ্র দে, কলকাতা-৭৩, ১৯৯১।

৩. আফসার আমেদ, *সানু আলির নিজের জমি,* দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-০৭৩, জানুয়ারি, ১৯৮৯।

৪. আফসার আমেদ, *বসবাস,* তৃষ্ণা খাঁন, বাকশিল্প, কলকাতা—৭০০০৩১, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৫. আফসার আমেদ, *আত্মপরিচয়,* সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০।

৬. আফসার আমেদ, *অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ১৯৯৩।

৭. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ধানজ্যোৎস্না,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩।

৮. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ব্যথা খুঁজে আনা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩।

৯. আফসার আমেদ, *সঙ্গ নিঃসঙ্গ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৪।

১০. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬।

১১. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬।

১২. আফসার আমেদ, *দ্বিতীয় বিবি,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৩. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(২), এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৫. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০২।

১৬. আফসার আমেদ, *প্রেমপত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০৪।

১৭. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(২), হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৮. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (২), এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৯. আফসার আমেদ, *জীবন জুড়ে প্রহর,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০৯।

২০. আফসার আমেদ, *সেই নিখোঁজ মানুষটা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৮।

গল্পগ্রন্থ

১. আফসার আমেদ, *আফসার আমেদের ছোটগল্প,* প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১৩, ১৯৯২।

২. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮।

৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭।

সহায়ক ধর্মগ্রন্থ

১. কোরান

২. হাদিস

সহায়ক অন্যান্য গ্রন্থ

১. অধ্যাপক সাইফুদ্দিন, *কুরআন ও হাদিসের আলোকে তিন তালাক,* বুশরা পাবলিকেশন, মালদা, এপ্রিল, ২০১৭।

২. *আপন হতে বাহিরে,* সংকলন ও সম্পাদনা রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০২০।

৩. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানু য়ারি ২০১১।

৪. আফরোজা খাতুন, *বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।

৫. আফরোজা খাতুন, *তালাক ও রাজনীতি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।

৬. আবুল বাশার, গল্পগ্রন্থ *সিমার,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৭. আবুল বাশার, *ফুলবউ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

৮. ওসমান গনী, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি,* রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

৯. কমল চৌধুরী, *স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

১০. গৌরকিশোর ঘোষ, *প্রেম নেই,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮।

১১. জাহিরুল হাসান, *বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর,* ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০১১।

১২. মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র, ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭।

১৩. মানিক দাস, *হিন্দু-মুসলমানঃ সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার মৃদুপাঠ,* কলকাতা পুস্তকমালা, জানুয়ারি ২০০৫।

১৪. মিলন দত্ত, *চলিত ইসলামি শব্দকোষ,* গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৮।

১৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, *চিত্রাঙ্গদা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ।

১৬. রাহুল সাহানা, *আফসার আমেদের উপন্যাসে সমকালীন বাংলার জীবনচর্যা ও সামাজিক রীতিনীতি,* 'অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ', বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।

১৭. লায়েক আলি খান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র,* সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০

১৮. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *অলীক মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৮।

সহায়ক পত্রপত্রিকা

১. কলকাতা ২৪*৭ , ১৭ আগস্ট -২০১৭, ১-১০ পি এম

২. গাধা, আফসারআমেদসংখ্যা, সম্পাদক- মলয় সরকার, সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০

৩. সাহিত্যসেবক, শারদ সাহিত্যসেবক-১৪২৫, ১৮ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, মুখ্য উপদেষ্টা - পরিমল ঘোষ, সম্পাদক- হেমন্ত রায় বাগনান, হাওড়া -৭১১৩০৩

সহায়ক ওয়েবসাইট

1. http://dhunt.in/kNZyh?s=a&uu
2. https://banlarmatimanush.com/afsar-ahmed-arup-midya-/
3. https://kulikinfoline.com/2020/12/20/kulik-robber-bangla-chhotogolpe-muslim-jonojibon-30-purushottam-singha/
4. https://www.galpopath.com/2016/12/blog-post-35.html
5. https://www.anandabazar.com>10
6. https://minorityyaffairs.gov.in>reports
7. nobojagaran.com
8. shodhganga.inflibnet.ac.in